বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত–সংক্রান্ত ধারণাপত্র

প্রারম্ভিকঃ

আইন কমিশন অনেকদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধা, অধ্যাপক, আইনজীবী, বিভিন্ন সংগঠন, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন পেশাজীবি ও জনগণের কাছ থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অস্বীকার ও বিকৃতি রোধে খসড়া আইন তৈরী করার অনুরোধ পেয়ে আসছে। কিন্তু কমিশনে যথেষ্ট গবেষক না থাকায় এ লক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অতপর, কমিশনের ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মাসিক সভায় উক্ত বিষয়ে সুপারিশ ও আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে যে বাংলাদেশের জন্ম, যে সকল মহান আদর্শের জন্য আমাদের বীর জনগণকে উক্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও ত্রিশ লক্ষ বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, এবং তিন লক্ষের উর্ধে মা-বোনদের সম্ভমহানি ঘটেছে এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগণ যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, নির্যাতন, সহায়সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বহন করেছে, সে সকল সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য (Clearly Establish Historical Facts) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তি। এ সকল ঐতিহাসিক সত্যসমূহকে অস্বীকার, অসত্য, অর্ধসত্য, ভ্রান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা, বিকৃত করা, প্রচার-প্রকাশ করা অথবা সমর্থন করা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। জাতির মহান মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বেসামরিক জনগণকে হত্যা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। এ সকল ঘটনাকে ছোট করে দেখা বা ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করা, প্রাকারান্তরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণকে অবমাননা করার সামিল।

একটি জাতি সামাজিক, অর্থনৈতিক, মননশীলতায় এগিয়ে যাবার অন্যতম প্রাণশক্তি হলো তার মহান সংগ্রাম ও ঐতিহ্যকে লালন করা এবং জাতির মহান বীরদের তাদের প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। অন্যদিকে, কিছু ব্যক্তি প্রায়শই ইচ্ছাকৃতভাবে সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাসমূহের বিষয়ে নানাবিধ অপপ্রচার, ভুল-ব্যাখ্যা করে বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টায় রত। যথাযথ আইনের অভাবে এই সকল

সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাসমূহকে অস্বীকার করার প্রবনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে আধুনিক ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের জনগণ এবং আমাদের তরুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তিকর ধারণা পাচ্ছে। এই ধরণের অন্যায় ও গর্হিত কাজ বন্ধ করার জন্য এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য একটি আইন প্রণয়ন সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরন অপরাধ আইন ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটঃ

বিশ্বে সংগঠিত গণহত্যার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা অতীতের সকল গণহত্যাকে ম্লান করে দেয়। তাছাড়া ইউরোপীয়দের আমেরিকার আদিবাসী হত্যা, রুয়ান্ডার গণহত্যা, কঙ্গোর গণহত্যা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর্মেনিয়ান গণহত্যা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে গণহত্যাকে অস্বীকার করা বা অন্য কোনভাবে সমর্থন করা সংশ্লিষ্ঠ দেশসমূহ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত প্রদান করেছে। বর্তমানে বিশ্বের বাইশটি রাষ্ট্রে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে এবং প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তিবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধকে সমর্থন ও প্রচার-প্রসারণ করাকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। ইউরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে উক্তরূপ আইনে করা মামলায় একাধিক আসামীকে শাস্তি প্রদানের নজির রয়েছে। ইউরোপের বেশীরভাগ রাষ্ট্র সাধারণ ফৌজদারি আইনে উক্ত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করলেও অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোলান্ড এবং রুমানিয়ায় বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত অপরাধসমূহের বিচারের ব্যবস্থা করেছে। এই ধরণের আইনকে বাকস্বাধীনতার পরীপন্থী আইন নয় মর্মে European Court of Human Rights ঘোষনা করে ঃ

> "Holocausts denial constitutes a form of hate speech, and that the right of freedom of expression does not protect any expressions which deny 'clearly established historical facts'."

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বে এই ধরণের আইন প্রণীত হবার প্রবনতা ক্রমেই বাড়ছে। মূলকথা হলো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি (Fundamental Principles), মানবাধিকার (Human Rights) এবং জনগণের অনুভূতি ও অধিকারকে (Rights and Emotions of Others) অবমাননা বা

অবনমন করার যে কোন ধরণের অপচেষ্টাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতি এই ধরণের অপরাধ সংগঠনকে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটঃ

ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদ, তিন লক্ষের অধিক মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি, নির্বিচারে বেসামরিক জনগণকে হত্যা, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ, লুটের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পথকে আরো কন্টকাকীর্ণ ও ভয়াবহ করে তুলেছে এদেশেরই কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ, যারা হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তা করেছে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির উষা লগ্নে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নির্বিচারে হত্যা ও গুম করেছে। শুধু তাই নয়, সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা এবং তাদের দোসরগণ বিভিন্ন সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, আপামর জনগণের ত্যাগের মহিমাকে বিভিন্নভাবে খাটো করেছে, অবমাননা করেছে মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেকে প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এমনকি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভুলভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার এবং ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রম বিকাশের ফলে এই ধরণের বিভ্রান্তিকর মত প্রকাশ ও প্রচার করা যেমন সহজ, তেমনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল জনগোষ্ঠী, বিশেষত যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা সহজসাধ্য। এই ধরণের বিষয়গুলোকে সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে না পারলে ক্রমেই তা বাড়তে থাকবে এবং বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এই পরিস্থিতিতে নতুন আইন প্রণয়ন করে এই সকল কর্মকাণ্ডকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্যে যথাযথ সাজার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা অতি জরুরী।

এটি স্বীকার্য যে রাষ্ট্রদ্রোহ, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তিবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা বিচার্য। তথাপি নতুন একটি আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাসমূহ, দলিল, কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে সে সকল বিষয়সমূহ বিতর্কের উর্দ্ধে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যাতে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ ও ভবিষ্যত প্রজন্ম সেই পবিত্র স্মৃতি ও ইতিহাস যথাযথভাবে লালন ও সম্মান করবে। কিন্তু যখন কেউ উক্ত বিষয়ে অহেতুক বা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক তৈরী করে, তখন আইনদ্বারা তাদেরকে বারিত করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। এটা অনস্বীকার্য যে, এই ধরণের ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা, শোধরানোর সুযোগ দেয়া বা তাদের মাঝে শুভ বুদ্ধির উদয় করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।

আইন কমিশনের কার্যক্রম:

কমিশন দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে উক্ত বিষয়ে গবেষণা শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে প্রচলিত আইন, রীতিনীতি, বিচারকার্যক্রম পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। দীর্ঘ গবেষণার পর আইন কমিশন এই বিষয়ে ***বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬*** এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। বিগত ১৩/০২/২০১৬ তারিখে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি মতামত ও পরামর্শ সভা কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতামত ও পরামর্শ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড.আবুল বরকাত, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. মেজবাহ কামাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন জনাব ড. সরকার আলী আককাস, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জনাব ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, শহীদ জায়া জনাব শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাংবাদিক জনাব জুলফিকার আলি মানিক, নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসাইন, এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষক জনাব লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (অব.), বীর প্রতীক, মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় প্রদত্ত মতামত ও পরামর্শসমূহ পর্যালোচনা করে খসড়া আইনটিকে অধিকতর পরিচর্যা করা হয়। তাছাড়া অধ্যাপক এ.কে.এম মোহসীন ও অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মতামত আইনটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

কমিশন অত্যন্ত সতকর্তার সাথে আইনটির খসড়া প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করেছেন এবং সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধকল্পে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আইনটির অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ আনয়নের লক্ষ্যে দেশবরেণ্য ৫৯ জন বিশেষজ্ঞের নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে সর্বশেষ খসড়া আইনটি প্রেরণ করা হয় এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে জনসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য উম্মুক্ত করা হয়। প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনা ও পরীক্ষাপূর্বক খসড়া আইনে সন্নিবেশিত করা হয়। খসড়া আইনটি ও এর ভাষাগত দিক, বানান-রীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যামিরিটাস অধ্যাপক জনাব আনিসুজ্জামান নিরীক্ষা করেছেন।

খসড়া আইনের কাঠামো:

এটা লক্ষণীয় যে এই আইনটির মূল উদ্দেশ্য অপরাধীকে সাজা প্রদান নয়, বরং অপরাধীর মনে শুভবোধ জাগ্রত করা। যাঁদের মহান ও সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি পতাকা ও একটি জাতীয় সংগীত পেয়েছি তাঁদেরকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আমরা আপামর জনগণ নিজেরা নিজেদেরকে সম্মানিত করি। খসড়া আইনটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বিষয়সমূহের কোন ধরণের অবমূল্যায়ন, অপব্যাখ্যা, ভুল ব্যাখ্যা, অপপ্রচার, অবনমন, বিকৃতি, অবমাননা, বিদ্বেষপ্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শণ করা বা প্রচারণা চালানো বা কোন ধরণের সমর্থন, অথবা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, শান্তিবিরোধী অপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরারাধসমূহের বিচার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখ হতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাসমূহ অস্বীকার করাকে অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) মামলা করার জন্য আদালত ও থানার যুগপৎ এখতিয়ার, এবং অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধান, এবং বিচারের জন্য তুলনামূলক জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তা ও জ্যৈষ্ঠ বিচারককে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(গ) অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং অনাপোসযোগ্যকরার প্রস্তাবসহ অতিরাষ্ট্রিক (extraterritorial) প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) অপরাধসমূহের বিচার দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির বিধান, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডসহ সংশোধনমূলক সাজার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পৌনঃপুনিক অপরাধ নিরুৎসাহ করার জন্য প্রথমবার প্রাপ্ত সাজার অন্যূন দ্বিগুণ সাজার প্রস্তাব এবং অপরাধ সংঘটনে সহযোগীকেও (abettor) দায়বদ্ধ করা হয়েছে।

(ঙ) অডিও, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, বিদেশি দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

খসড়া আইনটি প্রণয়নে যাঁরা সুচিন্তিত মতামত ও প্ররামর্শ প্রদান করে সহায়তা ও আইনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন সকলের প্রতি কমিশন আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এটা প্রত্যাশিত যে, সরকার এই বিষয়ে দ্রুততার সাথে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এতদ্সঙ্গে খসড়া আইনটির কপি প্রেরণ করা হলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের .. .. নং আইন)

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অস্বীকার ও ইহার কোনরূপ বিকৃতি নিরোধকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু যে সকল মহান আদর্শ বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল আদর্শ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি; এবং

যেহেতু যে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অস্বীকারকরণ বা বিকৃতিকরণ প্রতিরোধ করা আবশ্যক এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের .. .. নং আইন) নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(১) "আইন" অর্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের .. .. নং আইন);

(২) "আদালত" অর্থ এই আইনের ১০ ধারায় উল্লিখিত আদালত;

(৩) "গণহত্যা (genocide)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৪) "জাতীয় সংসদ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জাতীয় সংসদ;

(৫) "দণ্ডবিধি" অর্থ The Penal Code, 1860;

(৬) "দেওয়ানি কার্যবিধি" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908;

(৭) "দূতাবাস" অর্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কোন মিশন যাহা দূতাবাস, হাইকমিশন, উপ-হাইকমিশন, বা সহকারী হাইকমিশন, এবং উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত কনস্যুলেট-জেনারেল এবং ভিসা অফিসসমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898;

(৯) "ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসহ (natural person) নিবন্ধিত হউক বা না হউক কোন সংস্থা, সমিতি, সংঘ বা সংগঠন;

(১০) "মানবতাবিরোধী অপরাধ (crimes against humanity)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১১) "যুদ্ধাপরাধ (war crimes)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১২) "রাজনৈতিক দল" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন দল বা অনিবন্ধিত কোন দল;

(১৩) "শান্তিবিরোধী অপরাধ (crimes against peace)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১৪) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(১৫) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার; এবং

(১৬) "সরকারি কর্মকর্তা" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন কোন আইনি দায়িত্ব পালন বা বহন করেন, বা দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২১ ধারায় বর্ণিত কোন জনসেবক।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ

৪। (১) নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী, তাহা যে কোন মাধ্যম বা প্রকারেই হউক না কেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে:

(ক) ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহ অস্বীকার;

(খ) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাসমূহ অস্বীকার;

(গ) মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে দেশী বা বিদেশী গণমাধ্যম বা প্রচারমাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা প্রচার;

(ঘ) সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রচারিত বা প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-সংক্রান্ত দলিলসমূহ এবং উক্ত সময়ের যে কোন ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন;

(ঙ) পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোন মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অসত্য, অর্ধসত্য, ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন;

(চ) মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা বা জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ ও তাঁহাদের সহায়সম্পত্তি লুটতরাজ বা তাহাতে অগ্নি সংযোগ-সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের অবনমন;

(ছ) মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন ঘটনা, তথ্য বা উপাত্ত ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন;

(জ) মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন রূপে অবনমন বা অবমাননা;

(ঝ) ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী দখলদার সশস্ত্রবাহিনী, তাহাদের বিভিন্ন সহায়ক বাহিনী যেমন: রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি ইত্যাদির বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমের পক্ষে কোন ধরণের যুক্তি প্রদর্শন বা প্রচারণা; এবং

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধে সংঘঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তিবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধকে সমর্থন বা উক্তরূপ অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধকরণ বা এতদ্‌বিষয়ে কোন ধরণের অপপ্রচার।

(২) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ বলিতে ১ উপ-ধারার অধীন যে কোন অপরাধমূলক কাজের কোনপ্রকার সমর্থনমূলক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দণ্ড

৫। (১) যদি কোন ব্যক্তি ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত দণ্ডিত ব্যক্তির উল্লিখিত দণ্ডসহ নাগরিক অধিকার স্থগিত বা সামাজিক সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত অপরাধীর ব্যক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম (course) গ্রহণের আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া দণ্ড ভোগ করিবার পর কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পূর্বে যে দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কমপক্ষে উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) একাধিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড পর্যায়ক্রমে (consecutive) কার্যকর হইবে।

(৪) ১ উপ-ধারার শর্ত মোতাবেক সামাজিক সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত অপরাধীর ব্যক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম বলিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে খণ্ডকালীন সেবা প্রদান, বা কোন শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বা গণহত্যা (genocide) বা মানবতাবিরোধী অপরাধ (crimes against humanity) বা শান্তিবিরোধী অপরাধ (crimes against peace) বা যুদ্ধাপরাধ (war crimes) বিষয়ে কোন পাঠক্রম (course) সম্পন্ন করিতে অথবা অন্য কোন সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত পাঠক্রম (course) বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে আদালতকে যথাসময়ে অবহিত করিতে হইবে।

অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা ইত্যাদি ও দণ্ড

৬। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হইলে বা কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরূপ সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অর্থদণ্ড আদায়ের পদ্ধতি

(২) এই আইনের অধীনে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে, আদালত সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়, বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

অভিযোগ দায়ের

৭। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে কোন ব্যক্তি থানায় অথবা দায়রা আদালতে, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে বাংলাদেশী কোন নাগরিক বা সংস্থা বা রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা সাধারণত বাংলাদেশে আবাসী (habitually resident in Bangladesh) এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে, সেই ব্যক্তি যেই থানার বা যেই আদালতের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন অথবা সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে উক্ত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধিত কার্যালয় যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে ছিল, সেই থানায় বা আদালতে উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) আদালতে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগ পর্যালোচনা করিয়া এবং অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক উক্তরূপ পর্যালোচনা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগকারীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন, যেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অনুসন্ধান করিবেন এবং লিপিবদ্ধকৃত বক্তব্য অভিযোগকারী ও আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) ৩ উপ-ধারা অনুসারে আদালত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ না করিয়া অভিযোগটি অনুসন্ধানের (inquiry) জন্য কোন প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আদালতের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) ৪ উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধান সম্পন্ন না হইলে, অনুসন্ধানকারী প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ সময়সীমাবৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আদালতে আবেদন করিবেন এবং আদালত উক্ত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধান সম্পাদনের ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে অনুসন্ধানের সময়সীমা অতিরিক্ত ০৭ (সাত) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৬) অভিযোগের সমর্থনে অনুসন্ধান (inquiry) প্রতিবেদনে প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকিলে আদালত উক্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন, অথবা অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকিলে আদালত উক্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি নাকচ করিবেন।

(৭) অনুসন্ধান (inquiry) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিতে হইবে।

(৮) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের অধীন মামলা আদালতে পরিচালনা করিবার জন্য এক বা একাধিক বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৯) ৮ উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে গুরুতর অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সরকার উক্ত প্রসিকিউটরকে অপসারণ করিতে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(১০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, আদালতের পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদসহ অন্যান্য সকল আদেশদানের ক্ষমতা থাকিবে।

অনুসন্ধান বা তদন্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী

৮। (১) থানায় এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের মামলা দায়ের হইলে সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শকের নিম্নে নহেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক প্রতিবেদনসহ তাহাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করিবেন এবং উহার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া আদালতে প্রতিবেদন পেশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কার্যক্রম উক্ত সময়ে বর্তমান না থাকিলে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ২ উপ-ধারায় উল্লিখিতভাবে হাতেনাতে ধৃত না হইলে, বা ২ উপ-ধারায় উল্লিখিতভাবে ধৃত না হইয়া অন্য কোনভাবে ধৃত হইলে বা আদালতে আত্মসমর্পণ করিলে উহার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া আদালতে প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৪) ২ উপ-ধারায় অথবা ৩ উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ সময়সীমাবৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আদালতে আবেদন করিবেন এবং আদালত উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পাদনের ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ০৭ (সাত)

কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) এই আইনের অধীন কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্ত বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিদেশী সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ বা নিরীক্ষণ করিবার জন্য বিদেশ গমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে, আদালতের অনুমতিক্রমে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত বা অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ক্ষেত্রমত অনুসন্ধানকারী ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে সরকার একটি বিশেষ তদন্ত বা অনুসন্ধান দল গঠন করিবেন।

(৬) আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্ত বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আদালত স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্ত বা অনুসন্ধানের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ফৌজদারি কার্যবিধি ইত্যাদির প্রযোজ্যতা

৯। এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত বা অনুসন্ধান, বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে ১৮৯৮ এর ফৌজদারি কার্যবিধি ও ১৮৭২ এর সাক্ষ্য আইনের বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

বিচার

১০। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়রা জজ, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা জজ তাঁহার অধীন অন্য কোন অতিরিক্ত দায়রা জজ বা অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজের নিকট বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য মামলা প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের অভিযোগ গঠনের পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধান সত্ত্বেও, উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন না হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আদালতকে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থতার সহিত জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিতে পারিবেন।

(৪) বিচার শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা শুনানি চলিবে।

(৫) আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবেন।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোসযোগ্যতা

১১। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং অনাপোসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

(২) আদালত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ না করিলে, অনুসন্ধান (inquiry) প্রতিবেদন বা তদন্ত প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

অতিরাষ্ট্রিক (extraterritorial) প্রয়োগ

১২। (১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে অথবা অন্যদেশে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস বা বাংলাদেশের কোন স্থলযান, জলযান বা বায়ুযানে, বা অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন দেশের স্থলযান, জলযান বা বায়ুযানে বাংলাদেশী কোন নাগরিক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও তাহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(৩) অন্য কোন দেশের নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে অথবা বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা কোন সংগঠন বা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায়, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

অডিও, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, বিদেশি দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা

১৩। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অডিও, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, তথ্য, লিখিত বা মুদ্রাক্ষরিত দলিল, বিদেশি দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সরবরাহকৃত এবং স্বাক্ষরিত ও প্রমাণীকৃত হইলে উহা সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা

আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্ক বা অন্য কোন মাধ্যমে ধারণ করিলে উক্ত চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক বা অন্য মাধ্যম উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

আপীল

১৪। আদালতের কোন আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে রায় প্রদান অথবা আদেশ বা দণ্ড ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা যাইবে।

ইংরেজি অনূদিত পাঠ প্রকাশ

১৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিবেন।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

স্বাক্ষরিত/=

(অধ্যাপক ড. এম শাহ আলম)

সদস্য

আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/=

(বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর)

সদস্য

আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/=

(বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক)

চেয়ারম্যান

আইন কমিশন